সংবাদ

তারিখ ... 21 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ......

জবি ও নজরুল কলেজে ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ

শাহরিয়ার আরিফ/আল হেলাল [illegible]

পুরান ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ও সরকারি কবি নজরুল কলেজে ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। জবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে মেধাক্রম অনুসারে ভর্তি না করার অভিযোগ রয়েছে। টাকা বা তদবির-ঘুষে পেছনে থাকা মেধার ছাত্রছাত্রীও পছন্দমতো বিষয় পাচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে কবি নজরুল কলেজে মেধাক্রম তালিকায় নাম থাকলেও প্রভাবশালী ছাত্র নেতাদের ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে ভর্তি হতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ভর্তিচ্ছু ছাত্রের অভিভাবক। আর টাকা দিতে না পারায় অনেকেই ভর্তি হতে পারেনি বলেও অভিযোগ রয়েছে। ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির আবেদন ফর্ম সেখানকার ছাত্র নেতারা লিখে না দিলে সে ফর্ম জমা নেয়া হয়নি।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজন তাদের মেধাক্রম যথাযথভাবে মানা হচ্ছে

ভর্তি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক

ভর্তি : বাণিজ্যের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

না বলে অভিযোগ করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষার্থী জানায়, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর অভিযোগ করেছে। ওই ভর্তিচ্ছু অপর এক শিক্ষার্থী জানায়, এক ব্যক্তি তার কাছ থেকে টাকা চেয়েছে। তবে কে টাকা চেয়েছে তার নাম প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানায় সে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, গত বছর ভর্তি প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হলেও এবার সেই পদ্ধতি বাদ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ বছর আগের পুরনো সাক্ষাৎকারভিত্তিক পদ্ধতিতে ভর্তি প্রক্রিয়ায় ভর্তি চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কয়েকজন প্রভাবশালী শিক্ষকসহ একটি সিন্ডিকেটকে ভর্তি বাণিজ্য করার সুযোগ দেয়ার জন্য এ পদ্ধতি পুনরায় ফিরিয়ে এনেছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হচ্ছে। তবে বিষয়টি বিভিন্ন গণমাধ্যমে আসার পর গতকাল বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধির সঙ্গে মতবিনিময় করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দফতরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতি দেয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ডিনসহ ভর্তি কমিটির সব সদস্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভর্তির বিষয় প্রদান করা হয়। তাছাড়া সব শর্ত পূরণ করলেই যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের বিষয় প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু ভর্তি প্রক্রিয়া কেন আবার পুরনো পদ্ধতিতে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে এ বিষয়ে কোন বক্তব্য দেয়া হয়নি ওই বিবৃতিতে।

এ বিষয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সেলিম ভূঁইয়া সংবাদকে বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের অনিয়ম হয়নি। আর যদি কেউ মনে করে যে তার ন্যায্য প্রাপ্য বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে তারা যেন সরাসরি তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। এখানে কোন ধরনের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে না বলেও তিনি জানান।

এদিকে কবি নজরুল কলেজে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য আসা [illegible] নামে এক শিক্ষার্থীর মা সংবাদকে টেলিফোনে বলেন, ছাত্র নেতারা কলেজের নিয়ন্ত্রণ করছে। ছেলেকে ভর্তি করাতে গেলে ছাত্র নেতারা ১০ হাজার টাকা দাবি করে ভর্তি করতে দিচ্ছিল না। পরে সঙ্গে থাকা ৫ হাজার টাকা দিয়ে ছেলেকে ভর্তি করাই। [illegible] নামে একজন ছাত্র সংবাদকে বলেন, মেধাতালিকার মাধ্যমে তিনি ভর্তির ফর্ম ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করলেও জমা দিতে পারেননি। সঙ্গে টাকা না থাকায় পরে বাবা থেকে ২ হাজার টাকা নিয়ে ভর্তি হই। ভর্তি হতে আসা [illegible] নামে অপর এক ছাত্র বলেন, কলেজে ঢুকতে গেলে ছাত্র নেতারা বাধার সৃষ্টি করে। তাদের সঙ্গে কথা না বলে ভেতরে ঢুকলেও ভর্তি হতে পারিনি। পরে তাদের সঙ্গে থাকা বড় ভাই ৪ হাজার টাকা দিয়েই ভর্তি হয়েছি। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কলেজের প্রধান অধ্যাপক [illegible] রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে সংবাদকে বলেন, এ ধরনের ২-১টি অভিযোগ আমরা পেয়েছি। তবে ভর্তি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার কোন সুযোগ নেই।